88

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG 10 1999
পৃ ১১ কলাম ৬

আন্তঃক্যাম্পাস বাস চলাচল বন্ধের প্রতিবাদ

চট্টগ্রাম ভার্সিটি ভিসিকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা ঃ আজ থেকে লাগাতার ধর্মঘট

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ আন্তঃক্যাম্পাস বাস বন্ধের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের যুক্তি ও আহবান ছাত্র সংগঠনগুলো প্রত্যাখ্যান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নানকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। ছাত্রশিবিরের আহবানে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রঐক্য আজ মঙ্গলবার থেকে ক্যাম্পাসে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

বাস বন্ধের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য ১৯৮২ সাল থেকে শাটল ট্রেন চালু করা হয়েছে। এজন্য বছরে প্রায় ২২ লাখ টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া ২২টি বাসের ভাড়া বাবদ ব্যয় হয় প্রায় ৬০ লাখ টাকা। এই বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যয় বিবেচনা করে ১৯৮৩ সালে এক সিন্ডিকেট সভায় ভার্সিটির অভ্যন্তরে বাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ভার্সিটি রেলস্টেশন থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত শহীদ আবদুর রব সড়কটি (কাটা পাহাড়) ঐ সময় চলাচলের উপযোগী না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের বহুদূর পথ ঘুরে ফ্যাকাল্টিতে যেতে হতো। সে জন্য বাস বন্ধের সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল। বর্তমানে শহীদ আঃ রব সড়ক চালু হয়েছে এবং ভার্সিটি রেলস্টেশন থেকে ফ্যাকাল্টির দূরত্ব মাত্র ৬শ' মিটার। এই পথ দিয়ে হেঁটে কলাভবনে পৌছতে লাগে মাত্র ৭/৮ মিনিট। আর সামুদ্রিক বিজ্ঞান ও আইন অনুষদে যেতে লাগে ১০/১৫ মিনিট। এই ৭-১৫ মিনিটের পথের জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে বাস ভাড়া করার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও নেই বলে ভার্সিটির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। এতে আরো জানানো হয় যে, বাস বন্ধের প্রতিবাদে ছাত্র সংগঠনগুলোর বিভিন্ন কর্মসূচীর কারণে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে সেশনজট বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।